দিদারে নূরে খোদা

নূরে মোজাচ্ছাম মোহাম্মাদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু
আলাইহে ওয়াছাল্লাম
ও
১৬টি নামাজের উপকারিতা সহ পূর্ণ বিবরণ।

pdf by : Mohammad Abdul Awal
সকলের নিকট
দু'আ প্রার্থী
Mobile : 01745-335634

প্রণীত ঃ—
মাওলানা আকবর আলী রেজভী
সুন্নী আল-কাদেরী
সাং—সতরশ্রী, পোঃ—রেজভীয়া এতিমখানা,
জেলা—নেত্রকোণা।

লেখকের কথা

বর্তমান সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে দেখা যায় মানুষ নানান কারনে বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত হইতেছে। আমার নিকট অনেকেই বিভিন্ন সমস্যার কথা বলিয়াও থাকেন, তাছাড়া ইমানদার মুসলমানের সবচেয়ে বড় সফলতা হুজুরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের দিদার। যে ব্যাক্তি নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে সপ্নে দেখিবে, সে নিঃসন্দেহে হুজুরকেই দেখিয়াছে। কারণ শয়তান হুজুরের ছুরত ধরিতে পারে না! হাদিছ শরীফে আছে "মান রা-আনী ফাক্কাদ রায়াল হাক্কা।" অর্থাৎ যে আমাকে সপ্নে দেখিয়াছে, সে সত্যই দেখিয়াছে।

হজরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হাদিছ "মান রা-আনী ফিল মানামে ফাক্কাদ রায়াল হাক্কা" অর্থাৎ যে আমাকে স্বপ্নে দেখিয়াছে, সে নিশ্চয়ই আমাকেই দেখিয়াছে।" শয়তান আল্লাহর ছুরত ধরিতে পারে, কিন্তু হুজুরের ছুরত ধরিতে পারে না। কারণ আল্লাহ পাক শয়তানকে এই শক্তি দান করেন নাই। মুসলিম শরীফের হাদিছে আছে "মান রা-আনী ফিল মানামে ফাছায়ারানী ফিল এয়াক্কাজাতে।" অর্থাৎ "যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখিয়াছে, সে অচিরেই আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখিবে।" সুবহানাল্লা। তাই দয়াল নবীজির দিদার লাভ এবং বালা মছিবত হইতে নাজাত ও মাকছুদ হাছিলের জন্য বিভিন্ন দোয়া ও তদবীর সম্বলিত উক্ত পুস্তিকাটি প্রকাশ করা হইল।

পাঠক সমাজ যদি, উক্ত পুস্তিকা পাঠ ও আমল করতঃ কিছু ফয়দা লাভ করিতে পারেন, তবে আমার শ্রম সার্থক মনে করিব। পরিশেষে সকলের প্রতি আন্তরিক দোয়া কামনা করিয়া এখানে শেষ করিলাম।

—মাওলানা আকবর আলী রেজভী
সুন্নী আলকাদেরী

প্রকাশক ঃ

আলহাজ্ব ছদরুল আমিন রেজভী
রেভভীয়া দরবার, সতরশ্রী
পোঃ—রেজভীয়া এতিমখানা,
জিলা—নেত্রকোণা।

প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা মার্চ ১৯৯৫ ইং।
১৭ই ফাল্গুণ ১৪০১ বাং
২৮শে রমজান ১৪১৫ হিঃ

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। মৌঃ সিরাজুল আমিন রেজভী
রেজভীয়া দরবার, সতরশ্রী
পোঃ—রেজভীয়া এতিমখানা
জিলা—নেত্রকোণা।

২। মৌঃ নাজিরুল আমিন রেজভী
রেজভীয়া দরবার, সতরশ্রী।

৪। নূর লাইব্রেরী
চান্দিনা পশ্চিম বাজার
চান্দিনা, কুমিল্লা।

৫। আলা উদ্দিন লাইব্রেরী
ছোটবাজার,
নেত্রকোণা।

হাদিয়া—১০·০০ টাকা মাত্র।

মুদ্রণে ঃ— আল-ঈমান প্রিন্টিং প্রেস,
মোক্তারপাড়া, নেত্রকোণা।

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলাইকা ইয়া নূরাম্ মিন্ নূরিল্লাহ।

আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলাইকা ইয়া রাছুলাল্লাহ।

আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ।

আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলাইকা ইয়া নাবীয়াল্লাহ।

নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে স্বপ্নযোগে দেখার দোয়া ঃ--এই দোয়ার নাম—

—ঃ নাদে আলী শরীফ ঃ—

(নাদে আলীয়্যান মাজহারান আজায়েবে তাজিদহু আওনাল্লাকা ফিন নাওয়ায়েবে কুল্লা হাম্মিও ওয়া গাম্মিন ছাইয়ানমালী বিনাবুওয়াতীকা ইয়া রাছুলাল্লাহ ওয়াবিওয়ালাইয়াতিকা ইয়া আলী ইয়া আলী ইয়া আলী।)

১ নং— নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের দিদারের জন্য উত্তমরূপে পাক-পবিত্রতার সহিত এশার নামাজের পর প্রথমে ১০০ (একশত) বার দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া ৫০০ (পাঁচশত) বার নাদে আলী শরীফ পাঠ করিবে। তারপর, পুনরায় ১০০ (একশত) বার দরূদ শরীফ পাঠ করতঃ ওজুর সহিত বিছানায় শুইয়া পড়িবে। আল্লাহর ফজলে এই রাত্রেই দিদারে মোস্তফা নছীব হইবে।

২ নং— যত বড় বিপদ-আপদই হউক না কেন প্রতি দিন যে কোন সময় ৪১ (একচল্লিশ) বার নাদে আলী শরীফ পড়িলে অতি-সত্বর বিপদ হইতে মুক্তি পাইবে।

৩ নং— যে কোন উদ্দেশ্য পূরণ করিবার জন্য প্রতিদিন ৬৬ বার পাঠ করিলে আল্লাহর ফজলে উদ্দেশ্য (নেক বাসনা) পূরণ হইবে।

৪ নং— রোগ পীড়ার জন্য যে রোগী ডাক্তার কবিরাজ হইতে নিরাশ হইয়াছে, এমতাবস্থায় ৭ বার পড়িয়া বৃষ্টির পানিতে ফুঁক দিয়া ঐ পানি কয়েকদিন পান করিলে ইনশা আল্লাহ আরোগ্য হইবে।

৫ নং— জিন্ ভূত, পরীর আছরের জন্য আশ্রিত ব্যক্তিকে ১৫ বার পড়িয়া পানিতে ফুঁক দিয়া উক্ত পানি রোগীর শরীরে ছিটাইলে ইনশা আল্লাহ জিন ভূত পরী থাকিবে না।

৬ নং— ভালবাসার জন্য ৪৭ বার পড়িয়া নিজের হাতে ফুঁক দিয়া নিজের সমস্ত শরীরে মুছিলে যাহার কথা বলিবে সে তোমার বাধ্য হইবে।

৭ নং— যত বড় চিন্তাযুক্তই হউক না কেন প্রতিদিন ১০০০ (এক হাজার) বার পাঠ করিলে সকল প্রকার চিন্তা ভাবনা দূর হইবে।

৮ নং— যদি কাহাকেও কোন পয়গাম সহ পাঠাইবার সময় এই সন্দেহ জন্মে যে, পয়গাম গ্রহণ করিবে কি না তখন নীরবে ৩ বার (নাদে আলী শরীফ) পড়িয়া তাহার কর্ণে ফুঁক দিয়া পাঠাইলে আল্লাহর ফজলে পয়গাম গ্রহণ করিবে।

৯ নং— যদি কাহারও উপর কেহ কোন মিথ্যা অপবাদ দেয় তবে, সে পবিত্রতার সহিত দৈনিক ৪০ বার পড়িয়া নিজের শরীরে ফুঁক দিলে আল্লাহর ফজলে অপবাদ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে।

১০ নং— যদি কোন কথা বা পত্রের উত্তর না পাওয়া যায় তবে এশার নামাজের পূর্বে ঐ লোকটির দিকে ফিরিয়া ৬৫ বার ঐ দোয়া পাঠ করতঃ ঐ দিকে ফুঁক দিলে ইনশা আল্লাহ তিন দিনের মধ্যে উত্তর বা খবর পাওয়া যাইবে।

১১ নং— যদি ধনী হইতে চাও অর্থাৎ ধন-সম্পদ উপার্জন করিতে চাও, এবং ইজ্জত সম্মান পাইতে চাও, তবে দৈনিক ফজরের নামাজের পর ৯১ বার ঐ দোয়া পাঠ করিতে থাকিবে, ইনশা আল্লাহ কিছু দিনের মধ্যে ফলাফল পাইবে। কিন্তু, মৃত্যু পর্যন্ত অর্থাৎ আজীবন পাঠ করিতে হইবে। আর, সময় ও স্থান নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। যদি অপারক অবস্থায় কোথায় ও যাইতে হয় তবে জায়নামাজ সঙ্গে নিতেই হইবে।

১২ নং— যদি প্রচুর ধন-সম্পদ ও ইজ্জত-সম্মান অর্জন করিতে

চাও তবে দৈনিক ৫০০ বার পাঠ করিতে হইবে। কিন্তু সময় ও স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতে হইবে। ইনশা আল্লাহ অতি সত্বর ফলাফল পাওয়া যাইবে।

১৩ নং— যদি দুষমনকে বাধ্য করিতে চাও তবে তাহার প্রতি ধ্যান-খেয়াল রাখিয়া দৈনিক ১৮ বার ঐ দোয়া পড়িতে হইবে।

১৪ নং— কোন বিপদাপদ হইতে অতি সত্বর রেহাই পাইতে চাহিলে 'ছালাতুল্ হাজত' অর্থাৎ হাজত পূরণের নিয়তে ২ রাকাত নামাজ পড়িতে হইবে। প্রতি রাকাতে আল্হামদুর পর কোল্হু আল্লাহ্র ছুরা ৩ বার করিয়া পাঠ করিতে হইবে। এই নামাজের ছোওয়াব পবিত্র রুহ হজরত আলী মুরতজা কারামাহুল্লাহ্কে দান করিতে হইবে। তারপর, ৭০ বার 'নাদে আলী শরীফ পড়িবে—ইনশা আল্লাহ তায়ালা ঐ দিনই কামীয়াব হইবে—ফলাফল পাইবে। তাহা না হইলে, ক্রমাগত ৩ দিন এই আমল করিতে হইবে।

১৫ নং— দুষমন এবং গীবতকারীর মুখ বন্ধ করিতে হইলে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর ১০ বার করিয়া ঐ দোয়া 'নাদে আলী শরীফ পাঠ করিবে।

নোট ঃ— মনে রাখিবে, প্রত্যেক আমলের আগে ও পরে দরূদ শরীফ ৩ বার বা ৫ বার কিংবা ৭ বার অথবা ১১ বার করিয়া অবশ্যই পড়িতে হইবে।

* আল্লাহর হাবীব নূরে খোদা নূরে মোজাচ্ছাম গায়েবের খবর-দাতা হাজির ও নাজীর বেনজীর ও বেমিছাল মোহাম্মাদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের দিদার পাইবার জন্য দ্বিতীয় তদবির ঃ

১৬ নং— হুজুর নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের দিদার স্বপ্নযোগে পাইতে হইলে দ্বিতীয় আমল হইতেছে ঃ— নিম্নের দরূদ শরীফ সমূহ—

O আল্লাহুম্মা ছালে আলা ছাইয়্যেদেনা মোহাম্মদিন কামা আমা-রতানা আন্ নুছাল্লি আলাইহে।

O আল্লাহুম্মা ছালে আলা ছাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদিন্ কামা হুয়া আহ্লুহ।

O আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা ছাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদিন্ কামা তুহিব্বু ওয়া তারদ্বালাহু—এশার নামাজ বাদ দৈনিক ১৪১ (একশত একচল্লিশ) বার পাঠ করত ওজুর সহিত শয়ন করিবে।

১৭ নং— তৃতীয় আমল ঃ দিদারে নূরে খোদা মোহাম্মাদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম।

O আল্লাহুম্মা ছালে আলা রুহে ছাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদিন্ ফিল্ আর্ওয়াহে—আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা জাছাদে ছাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদিন ফিল্ আজছাদে ১০০১ (এক হাজার এক) বার এশার নামাজান্তে পাঠ করতঃ শয়ন করিবে।

১৮ নং— চতুর্থ আমল ঃ দিদারে নূরে খোদা মোহাম্মাদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ঃ—

O আলাহুম্মা ছালে আলা ক্বাবরে ছাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদিন্ ফিল ক্বুবুরে ছাল্লাল্লাহু আলা ছাইয়্যেদেনা ওয়া মাওলানা মোহাম্মাদিন—এশার নামাজের পর জিয়ারতের নিয়তে পড়িবেন। ইহার চাইতে বড় তদবির আর নাই। কিন্তু খালেছ ভাবে হুজুর নূরে খোদা মাহবুবে খোদা আলাইহিচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামের তাজিমের নিয়তে পড়িতে হইবে। মনে করিবেন না যে, কি জানি জিয়ারত হয় কি না। এই দরূদ এশার নামাজের পর ১০০১ (এক হাজার এক) বার পড়িতে হইবে। মনে রাখিবেন, ঈমানদার উম্মতের প্রতি হুজুর নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের ভালবাসা অপরিসীম।

* ১৫টি নামাজ তন্মধ্যে ৫টি পাঞ্জেগানা নামাজ ঃ— ফজর, জোহর, আছর, মাগরিব, এশার নামাজ। এই পাঁচ ওয়াক্তের পাঞ্জেগানা নামাজ ফরজ। এ নামাজ লোক দেখানো উদ্দেশ্যে নহে, খালেছ আল্লাহর বন্দেগী অতিশয় বিনয় ও নম্রতা সহকারে মুহব্বতের সহিত আদায় করিবেন।

★ নফল নামাজ যে কোন হাজত বা মনোবাঞ্ছা পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে অত্যন্ত উত্তম এবং সুফলদায়ক।

নফল নামাজের নিয়মাবলী :—

১নং তরতিব—প্রথমে উত্তমরূপে ওজু করতঃ ২ রাকাত নফল নামাজ পড়িয়া ছালাম ফিরাইবার পর পাঠ করিবে—'আল্লাহুম্মা ইন্নি আছআলুকা ওয়া আতাওয়াজ্জাহু ইলাইকা নাবীয়্যেনা মোহাম্মাদিন ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে ওয়াছাল্লামা নাবীয়্যির্ রাহমাতে ইয়া রাছুলাল্লাহে ইন্নি আতাওয়াজ্জাহু বিকা ইলা রাব্বী ফাইয়াফ্জী হাজাতী। এই দোয়া পাঠান্তে নিজের হাজত বা মনোবাঞ্ছা আল্লাহর দরবারে কাতর মিনতি সহকারে আরজ করিবেন। এই দোয়া ছহীহ্ হাদিছ দ্বারা প্রমাণ রহিয়াছে যে, একজন অন্ধ লোক হুজুর নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের নিকট হাজির হইয়া আরজ করিল—হুজুর! আমি অন্ধ, চক্ষে দেখিতে পাইনা। তখন হুজুরে পাক আলাইহিছ্ছালাম তাহাকে এই নামাজ ও এই দোয়া পাঠ করিতে আদেশ করিলেন। অতঃপর, অন্ধ মসজিদে গিয়া নামাজ শেষে এ দোয়া পাঠ করিল। তখন অল্প সময়ের মধ্যেই অন্ধলোকটি দৃষ্টি শক্তি লাভ করিল এবং অনুভব করিল যে, সে কোনদিন অন্ধই ছিলনা, ভ্রাতৃগণ! উক্ত দোয়া পাঠের প্রারম্ভে এবং শেষে আল্লাহ পাকের প্রশংসা ও হুজুর পোরনূর আলাইহিছ ছালামের দরূদ ও ছালাম পাঠ করিবেন।

২নং—তদবির :—যে ব্যক্তি ১২ রাকাত নফল নামাজ এই নিয়মে পড়িবে যে, প্রত্যেক রাকাতে ছুরায়ে ফাতেহার

পর আয়াতুল কুরছি এবং ছুরায়ে এখলাছ পাঠ করিয়া সেজাদায় যাইবে। অতঃপর, সেজদারত অবস্থায় নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করিবে। তাহা এই—ছোবহানাল্লাজি লাইছাল ইজ্জু ওয়া কালাবিহি+ছোবহানাল্লাজি তা আত্তাফা বিল্ মাজ্‌দে ওয়া তাকার্‌রামা বিহি+ছোবহানাল্লাজি আহ্‌ছা কুল্লা শাইইন্ বিইল্‌মিহি+ছোবহানাল্লাজি লাইয়াম্‌বাগিছ্ তাছবিহ ইল্লা লাহু+ছোবহানাল্ মান্নে ওয়াল ফাজ্‌লে ছোবহানাল্ যি ইজ্জে ওয়াল্ কারামে+ছোবহানাজিত তাওলে ওয়ান্ নিয়ামে আছ্‌আলুকা বিমা আকেদিল্ ইজ্জে মিন আরশেকা ওয়া মুন্‌তাহার্ রাহ্‌মাতে মিন্ কিতাবিকা ওয়া বিইছ্‌মি-কাল্ আজীমিল্ আজামে ওয়া জাদ্দিকাল্ আলা ওয়া কালি-মাতিত্ তাম্মাতে কুল্লিহা লাইউজাবিরু হুন্না বিরুন ওয়ালা ফাজেরুন্ আন্ তুছাল্লি আলা মোহাম্মাদিন্ ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে ওয়াছাল্লামা। অতঃপর, আল্লাহ্ পাকের দরবারে ঐ জিনিস প্রার্থনা করিবে যাহা প্রার্থনা করার মধ্যে কোন গোনাহ্ নাই। যেমন—'হে আল্লাহ! আমার অমুক নেক-বাসনা পূর্ণ কর, কিংবাআমাকে এই এই জিনিস দাও। তখন আল্লাহ্ পাক তোমার মনের নেক বাসনা পূর্ণ করিবেন ইহাতে কোন ও সন্দেহ নাই। এই নিয়ম বা তদবির কোন বেকুফ প্রকৃতির জ্ঞানহীন লোকদিগকে শিক্ষা দেওয়া যাইবে না। হয়ত সে ইহার দ্বারা গোনাহের কাজও করিতে পারে।

৩নং—তদবির ঃ—হজরত আবদুর রাজ্‌যাক ইবনে আব্দ ছ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণনা করেন—হজুর নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ফরমান যে কোন

লোক আল্লাহ পাকের নিকট হইতে কোন জিনিস পাইতে চায়, তবে একা একা ঘরে উত্তমরূপে ওজু করতঃ ৪ রাকাত নফল নামাজ পড়িবে। প্রথম রাকাতে ছুরে ফাতেহার পর কোল্ হু আল্লাহু আহাদ ১০ বার, দ্বিতীয় রাকাতে ২০ বার, তৃতীয় রাকাতে ৪০ বার এবং চতুর্থ রাকাতে ও ৪০ বার। আবার কোল্ হু আল্লাহু আহাদ ৫০ বার এবং লা-হাওলা ৭০ বার পাঠ করিবে। ঐ ব্যক্তি যদি ঋণগ্রস্থ হইয়া থাকে তবে ঋণ আদায় হইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি বিদেশে থাকে আল্লাহ পাক তাহাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিবে। আর যে ব্যক্তি আকাশ পরিমাণ গোনাহ ও যদি করিয়া থাকে এবং তওবা করে, আল্লাহ পাক তাহার সমস্ত গোনাহ মার্জনা করিয়া দিবেন। যাহার সন্তানাদি নাই আল্লাহ পাক তাহাকে সুসন্তান দান করিবেন। এবং যাহাই প্রার্থনা করিবে আল্লাহ পাক সঙ্গে সঙ্গে তাহাই কবুল করিবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করেনা আল্লাহ পাক তাহার প্রতি নারাজ হন। হজরত আবদুল্লাহ ইব্নে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—এই নিয়ম কোন ও বেকুফ লোককে শিখাইও না, কেননা সে ইহার দ্বারা নাফরমানী ও করিবে।

৪নং তদবির ঃ—ইমাম আহমদ নিজ মছনদে হজরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত তিনি বলেন যে, আমি রাছুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার নিকট শুনিয়াছি যে ব্যক্তি খুবই ভাল করিয়া ওজু করতঃ ফরজ ও ছুন্নত আদায় করিয়া ২ রাকাত নফল নামাজ পড়িবে এবং আল্লাহ পাকের নিকট যাহা চাইবে আল্লাহ পাক তাহাকে তাহা দান করিবে।

৫নং—তদবির ঃ—তিরমিজি ও নেছাঈ এবং ইবনে খাযিমা ও ইবনে হাব্বান ও হাকিম হজরত আনাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, তাহার মাতা উম্মে ছালিম রাদিয়াল্লাহু আনহা একদিন সকালে হুজুর নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার দরবারে হাজির হইয়া আরজ করিলেন—'ইয়া রাছুলাল্লহ ! আমাকে এমন কোন কালেমা শিক্ষা দেন যাহা আমি নামাজান্তে পড়িতে পারি।' হুজুরে পাক ইরশাদ করেন, 'তুমি ১০ বার আল্লাহু আকবার, ১০ বার ছোবহানাল্লাহ, ১০ বার আল্‌হামদুলিল্লাহ পড়িও এবং যাহা আল্লহ পাকের নিকট চাহিবার চাও। তখন আল্লাহ পাক বলিবেন—না'ম, না'ম—হাঁ-হাঁ—ভাল ভাল।' ইমাম তিরমিজি বলেন—এই হাদিছখানা হাছান। এই নামাজ পরিবার নিয়ম এই যে, ২ রাকাত নফল নামাজ উত্তমরূপে ওজু করিয়া হুজুরী কালবের সহিত পরিবে এবং নামাজ শেষে দরূদ শরীফ ১০ বার, আল্লাহু আকবার ১০ বার, ছোবহানাল্লাহ ১০ বার, আল-হামদুলিল্লাহ ১০ বার পরিয়া মকছুদের জন্য দোয়া করিবেন। যেমন—আছআলুকা আন্ তাকযিয়ালী হাজাতী কুল্লাহা ফিদ্দুন্‌-ইয়া ওয়াল আখেরাতে মাকানা মিনহা ইলা খাইরিন ওয়া লাকা রেদা আন্ ইয়া আর্‌হামার্ রাহেমিন—আমীন।

৬নং—তদবির— ঃ—তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ এবং হাকিম হযরত বিন আবি আউফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—যে ব্যক্তি আল্লাহ পাক অথবা কোন মানুষকে পাইতে চায় তবে সে যেন খুবই ভাল করে ওজু করতঃ ২ রাকাত নফল নামাজ পরিয়া আল্লাহ পাকের প্রশংসা করিয়া হুজুর নূরে খোদা নূরে

:মাজাচ্ছাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পাঠ পূর্বক বলিবে—লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুল হাকিমুল কারীম ছোবহানাল্লাহে রাব্বিল্ আরশিল আজীম—আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আছআলুকা মাওজেবাতে রাহ্মাতিকা ওয়া আজাঈমা মাগ্ফিরাতিকা ওয়াল গাণীমাতা মিন্ কুল্লে বির্রিন্ ওয়াচ্ছালামাতা মিন্ কুল্লে ইছমিন্ লা-তাদ্উলী জাম্বান্ ইল্লা গাফার্তাহু ওয়া হান্মান ইল্লা ফারাজতাহু ওয়ালা হাজাতান হিয়ালাকা রাদিয়ান্ ইল্লা কাদায়তাহা ইয়া আরহামার রাহেমিন। এই দোয়া সঙ্গে সঙ্গে কবুল হইবে।

৭নং তদবির ঃ—হজরত আনাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, হুজুরপোর নূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলিয়াছেন, "হে আলী! আমি কি তোমাকে ঐ দোয়া জানাইয়া দিব না যাহা তুমি যখন বহু চিন্তায় পতিত হও অথবা হয়রান-পেরেশান হইয়া পড়? তখন তুমি এই তদবির করিও, আল্লাহ্র ফজলে তোমার দোয়া কবুল হইবে এবং চিন্তা ও পেরেশানী দূর হইবে। ওজু করিয়া ২ রাকাত নফল নামাজ পড়িবে এবং আল্লাহ্র হাম্দ ও নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পড়িয়া এবং সমস্ত ঈমানদার মুসলমান নর-নারীর জন্য আস্তাগ্ফার করিয়া এই দোয়া পড়িবে। যথা ঃ—আল্লাহুম্মা আন্ত তাহ্কুমু বাইনা ইবাদিকা ফিমা কানু ফিহি ইয়াখ্তালিফুন্ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আলীউল আজীম—লাইলাহা ইল্লাল্ হাকীমুল কারীম—ছোবহানাল্লাহে রাব্বিচ্ছামাওয়াতে ছাব্আ ওয়া রাব্বিল্ আরশিল আজীম আল হামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামিন রাব্বিল আরশিল আজীম। —আল্লাহুম্মা কাশিফাল্ গাম্মে মুফারেজাল্ হাম্মে মুজিবাদদাওয়াতিল্ মুদতার্রিনা আদউক রাহ্মানুদ্দুন্ইয় ওয়াল্আখেরাতে ওয়া রাহীমাহুমা ফারহাম্নী ফি হাজাতী হাজিহি বেকাদাইহা ওয়া নাজাহিহা রাহ্মাতান্ তুগ্নীয়ান্নী বিহা আন্ রাহ্মাতিম্ মিন্ ছেওয়াকা। সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর হইবে।

৮ নং তদবীর ঃ— হজরত আবদুল্লাহ বিন মছউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে—হুজুর পোরনুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন— রাত্রে অথবা দিনে এক সময় ১২ রাকাত নফল নামাজ পড়িয়া প্রত্যেক ২ রাকাত পাঠান্তে পূর্ণ আত্তাহিয়্যাত অর্থাৎ দরূদ শরীফ সহ পাঠ করিয়া ছানা এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পাঠ পূর্বক সেজদায় গিয়া ছুরে ফাতেহা ৭ বার, আয়া কুরছি ৭ বার এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুল্‌কু ওয়ালাহুল হাম্‌দু ওয়া হুয়া আলা কুল্লে শাইইন্‌ কাদীর—৯০ বার পাঠ করিবে। তারপর পড়িবে আল্লাহুম্মা ইন্নি আছ্‌আলুকা মুন্‌তাহার রাহ্‌মাতে মিন কিতাবিকা ওয়াছুমিকাল আজামে ওয়া জাদ্দিকাল আলা ওয়া কালামাতিকাল কাইয়্যেমাতে—তখন নিজের হাজত প্রার্থনা করিবে এবং সেজদা হইতে মাথা উঠাইয়া ডাইনে ও বামে ছালাম ফিরাইবে। এই নামাজ কোন বেকুফ লোককে শিখাইবে না, কেননা সে এই নামাজের দ্বারা শরীয়ত বিরুধী কর্ম করিতে পারে, এ বিষয়ে খুবই সাবধান। এই নামাজ যদি কোন লোক মারাত্মক বিমারে পতিত হয়, ডাক্তার-কবিরাজ জওয়াব দেয় তখন এই নামাজ পড়িয়া মাথা সেজদা হইতে উঠাইয়া দেখিতে পাইবে যে, সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ হইয়াছে। এই তদবির বার বার পরীক্ষা করা হইয়াছে।

৯ নং তদবীর ঃ— হজরত আনাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, হুজুর পোরনুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াল্লাম ফরমাইয়াছেন যে কেহ আল্লাহ পাক হইতে কিছু হাজত প্রার্থনা করে বা কামনা করে তাহাদুনিয়ার হউক কিংবা পরকালের হউক তাহা পাইতে হইলে প্রথমে কিছু ছদকা করিবে এবং বুধবার, বৃহস্পতি ও শুক্রবার এই তিন দিন রোজা রাখিবে। তারপর; জামে মসজিদে যাইয়া ১২ রাকাত নফল নামাজ পড়িবে। ১০ রাকাতে আল হামদু ছুরা ১ বার, আয়াতুল কুরছি ১০ বার এবং শেষের ২ রাকাতে আলহামদু ১ বার

কোলহু আল্লাহু আহাদ ৫০ বার। তখন আল্লাহ পাকের নিকট যাহা প্রার্থনা করিবে—ইহকাল ও পরকালের ইনশা আল্লাহ কবুল হইবে।

১০ নং তদবির ঃ— 'বাহ্‌জাতুল্‌ আছরার শরীফে' আছে যে, হুজুর ছাইয়্যেদেনা গাউছুল আজম রাদিয়াল্লাহু আনহু এরশাদ করেন—কোন লোক বিপদে পড়িয়া আমার দোহাই দিবে, তার বিপদ দূর হইয়া যাইবে, যে কোন লোক মুশকিলে পড়িয়া আমার নাম নিয়া ডাকিবে তাহার মুশকিল আছান হইবে। এবং যে কোন প্রকার হাজতে আল্লাহ পাকের নিকট আমাকে ওছিলা বানাইবে তাহার হাজত পূর্ণ হইবে। আর যে ব্যক্তি ২ রাকাত নফল নামাজ পড়িবে প্রত্যেক রাকাতে ছুরে ফাতেহার পর ছুরায়ে এখলাছ ১১ বার পড়িয়া ছালামের পর হুজুর নুরনবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পড়িবে এবং আমাকে (বড় পীর দস্তগীরকে) স্মরণ করতঃ ইরাক (বাগদাদ) শরীফের দিকে ১১ কদম যাইবে এবং আমার নাম নিতে থাকিবে, তখন নিজ হাজত স্মরণ করিবে, তাহা হইলে আল্লাহর ফজলে নিশ্চয়ই ঐ হাজত বা মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। নামাজে আছরার শরীফ ঃ— যে কোন লোকের দীন-দুনিয়ার হাজত হইবে, সে মাগরেব নামাজের ছুন্নত আদায় করিয়া ছালাতে আছরারের নিয়তে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য এবং হুজুর ছাইয়্যেদেনা গাউছুল আজম রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কিছু হাদিয়া দিয়া ওজু করতঃ ২ রাকাত নফল নামাজ পড়িবে। উত্তম হইতেছে প্রথমেই কিছু ছদকা করিয়া নেওয়া. তবে মকছুদ সত্বর পূর্ণ হইবে। বালা-মুছিবত হইতে বাঁচার নিয়তে হইলে নামাজে ছুরে ফাতেহার পর কোরআন শরীফ যাহা জান পাঠ করিবে—যদি কোলহুআল্লাহু আহাদ ১১ বার পাঠ কর তবে উত্তম। উক্ত নিয়মে নামাজ শেষ করিয়া কেবলা রোখ হইয়া দাঁড়াইয়া ছুরাহ ফাতেহা ১ বার, আয়াতুল কুরছি ৭ বার পাঠ করতঃ এই দরূদ শরীফ পাঠ করিবে ঃ— আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা ছাইয়্যেদেনা

ওয়া মাওলানা মোহাম্মাদিন মা'দানিল জুদে ওয়াল কারামে ওয়া আলিহি ওয়া ইবনিহিল করৌমে ওয়া উম্মাতিহিল কারীমাতে ইয়া আকরামাল আকরামিনা ওয়া বারিক ওয়া ছাল্লিম। এই দরূদ শরীফ পাঠ পূর্বক নিজের দীলকে মদীনা শরীফের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ করিয়া ১১ বার বলিবে ইয়া রাছুলাল্লাহ ইয়া নাবীয়্যাল্লাহ আগিছনী ওয়ামদুদনী ফি কাজায়ে হাজাতী ইয়া কাজীয়াল হাজাত। তখন ইরাক শরীফের দিকে ১১ কদম অগ্রসর হইয়া আদাব ও তাজিমের দিকে খেয়াল রাখিবেন এবং ধারনা করিবেন যেন আপনি বাগদাদ শরীফে হাজির এবং রওজা পাক আপনার সামনে, গাউছে পাক কেবলা রোখ হইয়া আরাম করিতেছেন। এবং আপনাকে দেখিতেছেন। তারপর, প্রতি কদমে বলুন—ইয়া গাউছাচ্ছাকালাইন ইয়া কারীমাত তারফাইন আগিছনী ওয়ামদুদনী ফি কাজায়ে হাজাতী ইয়া কাজিয়াল হাজাত। তখন আবার আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিবেন— ইয়া আরহামার রাহেমীন, ৩ বার ইয়া বাদিয়াচ্ছামাওয়াতে ওয়াল আরদে ইয়া জালজালালে ওয়াল ইকরাম বিজাহে ছাইয়্যেদিল মুরছালীন ওয়াবিজাহে ইবনিহি হাজাচ্ছাইয়্যেদিল কারীম গাইছেনাল আজামে রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু। এক্ষনে, আপনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ হাজির করেন— ৩ বার আমীন বলিবেন এবং ৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করিবেন। উত্তম এই যে, আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলা খাতামান নাবীঈন ওয়াল হামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামিন। এই জায়গায় খতম করিবেন এবং কাঁদিবেন, কাঁদা না আসিলে কাঁদার নমুনা বানাইবেন। আল্লাহ পাক আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। ইহা ভিন্ন আরও নফল বন্দেগী আছে। আল্লাহ পাক স্বদি তৌফিক দান করেন তো পরবর্তী সময়ে উল্লেখ করিব।

হজরত খিজির আলাইহিচ্ছালামের সাক্ষাত লাভের—

—ঃ আমল ঃ—

এই আমলের মধ্যে তিনটি উপকারিতা রহিয়াছে। যথা ঃ—

১) এই আমলের দ্বারা একই সঙ্গে হুজুর নূরে খোদা নূরে মোজাচ্ছাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের জিয়ারত নছীব হইবে, ২) হজরত খিজির আলাইহিচ্ছালামের সহিত সাক্ষাত লাভ হইবে, এবং ৩) আমলকারী গায়েব হইতে রিযিক প্রাপ্ত হইবে এবং কোন প্রকার অভাব অনটন ও দুঃখ কষ্ট তাহাকে স্পর্শ করিবে না।

আমল করিবার নিয়ম ঃ... সূর্য উদয়ের পূর্বে এবং সূর্য অস্ত যাইবার পূর্বে ছুরায়ে ফাতেহা ৭ বার, ছুরায়ে ফালাক ও ছুরায়ে নাছ ৭ বার, ছুরায়ে এখলাছ ৭ বার ছুরায়ে কাফেরুন ৭ বার, কালেমায়ে তামজিদ ৭ বার এবং আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা ছাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদিন আবদিকা ওয়া হাবীবেকা ওয়া নাবীয়্যেকা ওয়া রাছুলিকান নাবীয়্যিল উম্মিয়্যে ওয়া আলা আলে ছাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়া ছাল্লিম ৭ বার, আল্লাহুম্মাগফিরলে জামিয়্যিল মুমিনীনা ওয়াল মুমেনাতে ওয়াল মুছলেমীনা ওয়াল মুসলেমাতিল আহইয়ায়ে ওয়াল আমওয়াতে ইন্নাকা মুজিবুদ্দাওয়াতে ওয়া রাফিউদ্দারাজাতে ইয়া কাজীয়াল হাজাতে বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রহিমিন ৭ বার। তারপর, আল্লাহুম্মা ইয়া রাব্বীফআল বি ওয়া বিহিম আজেলান্ ওয়া আজেলান্ ফিদ্দিনে ওয়াদ্দন্ ইয়া ওয়াল্ আখেরাতে মা আন্তা লাহু আহলু ও ওয়ালা তাফ্আলু বিনা ইয়া মাওলানা মানাহনু লাহু আহ্লুন ইন্নাকা গাফুরুন জাওয়াদুন্ কারীমুন্ মালিকুন্ বারুন রাউফুর রাহীম ৭ বার। ইহার ছাওয়াব ছাইয়্যেদে আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম এবং হজরত খিজির আলাইচ্ছালামের এবং সমস্ত উম্মতে মোহাম্মাদী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার রুহের উপর বখশিয়া দিবে। আল্লাহর ফজলে তিনদিনের মধ্যে হুজুর নূরে খোদা নূরে মোজাচ্ছাম মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার জিয়ারত নছীব হইবে এবং হজরত খিজির আলাইহি চ্ছালামের সহিত সাক্ষাত লাভ হইবে।

বেরাদরানে ইসলাম,

বড়ই দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে, ইদানীং ঢাকা মিরপুর হইতে 'আউর মোহাম্মাদীয়া' ফেরকার পীর দাবীদার এক গণ্ডমূর্খের প্রচারিত ঈমান নাশক পোষ্টার ও বিজ্ঞাপন আমার নজরে পড়িল। তাহাতে ঈমান নাশক কয়েকটি বিষয় নিম্নে উল্লেখ করিলাম ঃ···

১। গায়েবের মালিক আল্লাহ্। নবী পাক (সঃ) গায়েব জানতেন তিনি হাজির-নাজির, তিনি মাটির মানুষ নন্— এই সবই কুফুরী মতবাদ।

২। রাসুলে পাক (সঃ) আল্লাহর জাতি নুর এই মতবাদ কুফুরী মতবাদ।

৪। কবর সেজদা হারাম।

৬। কবরে গিলাফ ছাপিয়ে আলোক সজ্জা করে মানুষের ইমানকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে।

১৩। গান-বাদ্য, সুর হারাম, গানের সুরে গজল, নাত, হামদ্ এমনকি কোরআন শরীফ পড়া ও হারাম, বাদ্য সহ জিকির করা হারাম ইত্যাদি।

এক্ষনে, আমি (মাঃ রেজভী) উত্তর দিতেছি ঃ—

১। নবী শব্দ লিখিয়া (সঃ) এইরূপ সংক্ষেপ করা কুফুরী। প্রমাণ আল্লামা ছৈয়দ তাহ্তাবী 'হাশিয়ায়ে দুরে মোখতার' কিতাবে 'ফাতুওয়ায়ে তাতারখানিয়া' নামক জগৎ বিখ্যাত ফতুয়ার কিতাব হইতে নকল করিয়াছেন যে, কোন নবীর নামে পাকের সহিত এইরূপ সংক্ষেপকারী কাফের হইয়া যায়। কেননা, ইহাতে শান হাল্কা করা হয়। আর নবীগণের শানমানকে হাল্কা করা নিশ্চয়ই কুফুরী ইহাতে সন্দেহ নাই।

এক্ষনে; বলিতে পারি কি তথাকথিত মূর্খ পীর হুজুর নুরে খোদা নুরে মোজাচ্ছাম বেনজীর বেমিছাল এবং স্বশরীরে জিন্দা হাজির ও নাজির গায়েবের খবর দাতা মাহবুবে খোদা মোহাম্মাদ মোস্তফা

আলাইহিচ্ছালাতু ওয়া ছাছলিমার সুমহান শান ও মান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, কাজেই সে তার প্রচার পত্রটি ঈমান নাশক কুফুরী দ্বারাই শুরু করিল।

২। নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম গায়েব জানেন না, তিনি হাজির নাজির নন, তিনি আল্লাহর নিজ নুরের সৃষ্টি নহেন—এই সমস্ত আকীদা ও বিশ্বাস যাহাদের তাহারা প্রথমতঃ নজদী ওহাবী ও খারেজীদের অনুচর এবং দ্বিতীয়তঃ তাহারা নামে মাত্র মুসলমান। এবং প্রকৃত পক্ষে মুনাফিক—কাফেরের চাইতেও নিকৃষ্ট।

৩। আওলিয়াগণের মাজার শরীফে কদম মুবারকের দিক দিয়া চুম্বন করা জায়েজ আছে। ফেকার কিতাব সমূহ দ্রষ্টব্য। ইহাকে এবাদতের সেজদা বলা যায় না। মাজার শরীফ চুম্বন দ্বারা আল্লহের প্রিয় বন্ধু আওলিয়াগণেরই সম্মান করা হয়।

৪। মাজার শরীফে গিলাফ দেওয়া ও ফুল দেওয়া, অলি-আল্লাহ-গণের সম্মান প্রকাশ হেতু নিঃসন্দেহে জায়েজ আছে, বরং তাহা উত্তম।

৫। ইসলামী গান বাদ্য আল্লাহ রাসুল-এর শান-মান তথা মহত্ব ও গৌরব প্রকাশক গান-বাদ্য জায়েজ বরং সুন্নত। ইহা অপছন্দকারী কাফের হইবার আশংকা রহিয়াছে (ফতুয়ায়ে খাইরিয়া দ্রষ্টব্য)।

৬। গানের সুরে কবিতা, গজল, হামদ-না'ত পাঠ করাকে যে ব্যক্তি হারাম বলে সে গাধার সাথে বন্ধুত্ব রাখিতে পারে। কেননা, এমন বেসুর ও নীরস প্রেমিক গাধার স্বর ব্যতীত আর কি পছন্দ করিবে?

৭। গানের সুরে কোরআন পড়া সুন্নত। গান শব্দের আভিধানিক অর্থ হইতেছে—যে আওয়াজ মানুষের অন্তরে শান্তি ও তৃপ্তি দান করে তাহাই গান। উহা দ্বারা গোনাহের উত্তেজনা কমিয়া যায়, আল্লাহ ও রাসুলের প্রেম-ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। এই ধরনের নির্দোষ ও পবিত্র ভাবধারার গান-বাদ্য স্বয়ং রাসুলে মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলইহে ওয়াছাল্লামার সুন্নত-সুন্নাতে ছুকুতী।

৮। বিবাহ-শাদীতে ইসলামী গান-বাদ্য করিতে হইবে, নচেৎ বিবাহ-শাদী হারাম হইবে।

৯। কবরে তালকিন করা দোয়া বা আযান দ্বারা সুন্নতে কৌবী বা শক্তিশালী সুন্নত।

১০। শুক্রবার দিন জুম্মার নামাজের আযান মসজিদের বাহিরে দরজায় দেওয়া সুন্নত—সুন্নাতে রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম এবং সুন্নাতে খোলাফায়ে রাশেদীন—উহা অপছন্দ ও অমান্যকারী কাফের হইবে। আমার রচিত আদাবুল আযান ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড পাঠ করুন।

১১। নজদী-ওহাবী ও খারেজীদের শাখা আওর মোহাম্মাদীয়ায় যাহারা মুয়ীদ হইয়াছেন তাহাদের উপর তওবা করা ফরজ। নতুবা ঈমান হারা হইয়া শোচনীয় মৃত্যুবরণ করিতে হইবে।

১২। ফেরকায়ে আওর মোহাম্মাদীয়া নজদী ওহাবীদের অনুসারী, বাইয়াতে রাসুল ভঙ্গকারী এবং বাইয়াতে শেখ প্রবর্তনকারী বিদআতী, এরা কোরআন-হাদীসের পরিপন্থী ঈমান নাশক আকীদাধারী মুনাফিক কাফেরের চাইতেও নিকৃষ্ট।

১৩। পাক ভারত বাংলা উপ-মহাদেশ ওহাবী ধর্মমতের সর্বপ্রথম প্রচারক ছৈয়দ আহমদ বেরলুভী ও মৌঃ ইসমাঈল দেহলুভী নিঃসন্দেহে কাফের। তাদের কুফুরীতে যাহারা সন্দেহ পোষন করে তাহারাও কাফের। কেননা, ছৈয়দ আহমদ বেরলুভীর 'মলফুজাত' 'সিরাতে মোস্তাকীম' নামক ঈমান-নাশক পুস্তকে ছৈয়দ আহমদের নবুওয়তের দাবী রহিয়াছে। ইহা ছাড়া, ঐ পুস্তকে আরও রহিয়াছে যে, ছৈয়দ আহমদ স্বয়ং আল্লাহ পাকের নিকট মুরীদ হইয়াছে, আল্লাহর নিকট হইতে খেলাফত লাভ করিয়াছে। এবং সে আল্লাহ পাকের সঙ্গে মুছাফাহ্ করিয়াছে। এমন কি, আল্লাহ পাকের সঙ্গে তাহার গল্প-গুজব ও হইয়াছে। নাউজুবিল্লাহ্। নাউজুবিল্লাহ্।।

হে ঈমানদার সুন্নী মুসলমান ভ্রাতৃগণ। হক্ক ও বাতিলের পার্থক্য নির্ণয় করিতে হইলে এই কিতাবকে সত্যের মাপ কাঠি রূপে হাতে নিয়া পীর ও আলেমগণকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন—'ছৈয়দ আহমদ কাফের না মুসলমান? যাহারা মুসলমান বলিবে তাহারাই বেঈমান ওহাবী মুনাফেক কাফেরের চাইতেও নিকৃষ্ট। মনে রাখিবেন ওহাবী জাহান্নামী ৭২ দলের পীর ও আলেমদের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া ঈমানকে বরবাদ করিবেন না। অতএব, ৭২ দলীয় আলেম ও পীর কেবল ধর্ম ব্যবসায়ী মাত্র, এদের সঙ্গে সমাজ-নমাজ তথা সর্বপ্রকার মোয়া-মেলা নিষিদ্ধ। সরল প্রাণ মুসলমান। হুশিয়ার হউন।

দাজ্জালী ফেৎনা হইতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে হুজুর নূরে খোদা নূরে মোজাচ্ছাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের আমালী ও এতেকাদী তথা সর্বপ্রকার সুন্নতকে মজবুত ভাবে আঁকড়াইয়া ধরুণ। সুন্নী পীর মাশায়েখের নিকট 'বাইয়াতে রাসুল' গ্রহণ করুন। তবেই ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তির আশা করা যায়। হে আল্লাহ! সুন্নী মুসলমানের ঈমানের হেফাজত করুন দাজ্জালী ফেৎনা হইতে রক্ষা করুণ—আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামিন। ইতি—

মাওঃ আকবর আলী রেজভী
সুন্নী-আল-কাদেরী
সাং—সতরশ্রী পোঃ—রেজভীয়া এতিমখানা
জিলা—নেত্রকোণা।

আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামিন ও তাঁর প্রিয় হাবীব নূরে খোদা হজরত মুহাম্মাদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের নির্দ্দেশিত সঠিক মত ও পথ তথা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা ভিত্তিক মুখপত্র—

মাসিক

আল ঈমান

MONTHLY AL-IMAN

সুন্নীয়াত ও তরীকত ভিত্তিক মুখপত্র

সংগ্রহ করুন এবং নিয়মিত পাঠ করে সঠিক আকীদা ভিত্তিক জ্ঞান লাভ করুন।

পৃষ্ঠপোষক ঃ পীরে কামেল হজরতুল আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল-কাদেরী

সম্পাদক ঃ আলহাজ্ব ছদরুল আমিন রেজভী

প্রকাশনায় ঃ রেজভীয়া দরবার শরীফ, সতরশ্রী,
পোঃ—রেজভীয়া এতিমখানা,
থানা ও জিলা—নেত্রকোণা।